পাঠ নং চুয়াল্লিশ (৪৪) বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক।

ভূমিকা

এই যে শুনছেন, আপনার দিনটি শুভ হোক !

আমি বাইবেলের গল্পকার। একজন গল্পকার হল একজন বিশ্লেষক যিনি তার নিজের ভাষায় গুছিয়ে ঐতিহ্যগত পাঠ্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। আমি এখানে এসেছি, বাইবেল, ঈশ্বর এবং মানুষ সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা বলতে।

পাঠ

আমরা আজ আলোচনার যে জায়গায় আছি এখানে: এই পাঠ সিরিজে আমরা আলোচনা করছি বাইবেল যৌনতা সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়। যৌন সম্পর্ক মানুষের জীবনে একটি শক্তিশালী শক্তি, তাই বাইবেলে এটি সম্পর্কে অনেক কিছু বলা আছে। যেহেতু এই বিষয়টি স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি দিয়ে চার্জ করা হয়েছে, এটি চারটি পডকাস্টে বিভক্ত:

1. যৌন জীবন এবং বিবাহ

2. যৌন সম্পর্ক এবং পরিবার।

3. একক লিঙ্গ, লিঙ্গ এবং মানুষ বিহীন অন্য কিছুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক।

4. ধর্ষণ।

ঈশ্বর যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। তাই বাইবেলে যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশুদ্ধতাবাদী ধারনাকে দায়ী করে মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা বিন্দুমাত্র মিস করে। একজন প্রেমময় ঈশ্বর, যিনি নারী ও পুরুষকে ভালোবাসেন এবং যৌনতা সৃষ্টি করেন, এই বিষয়ে বাইবেলবিহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের দ্বারা অপমানিত হয়েছে। এই আলোচনায় আমরা দেখব যে বাইবেল বিবাহের বাইরে যৌনতা সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়।

আলোচনা

পার্ট ৩ বিবাহের বাইরে যৌন সম্পর্ক - সমকামিতা।

প্রচারণা ৪২-এ যেমন বলা হয়েছে, যৌন সম্পর্ক এবং বিবাহ, ঈশ্বর বিবাহের মধ্যে যৌন কার্যকলাপের চারপাশে নিয়ম স্থাপন করেননি। প্রচারণা ৪৩-এ, পরিবারের মধ্যে যৌন সম্পর্ক, ঈশ্বরের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে৷ এই পাঠটি দুটি অতিরিক্ত শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত - একই লিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক এবং মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক। বাইবেলের গল্পকার স্বীকার করে যে মানব ইতিহাসে উপরে বর্ণিত উভয় ধরণের যৌনতা সহ্য করা হয়েছিল এবং এমনকি উত্সাহিত করা হয়েছিল। এটি আজকের সমসাময়িক সংস্কৃতিতে খুব বেশি

আলাদা নয়। এই আলোচনায় পরীক্ষা করা নিষেধাজ্ঞাগুলি ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীন হিব্রুদের দেওয়া হয়েছিল। হিব্রুদের জীবনধারার জন্য ঈশ্বরের নিয়মগুলি দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা বিশ্বের অন্যান্য জাতির অভ্যাস থেকে আলাদাভাবে আচরণ করে। প্রথমত, এখানে সমকামিতা সম্পর্কে বাইবেলের একটি স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে:

যদি একজন পুরুষ একজন পুরুষের সাথে শয়ন করে যেমন একজন একজন নারীর সাথে মিথ্যা বলে, তবে তারা উভয়েই (ঈশ্বরের কাছে) ঘৃণ্য কাজ করেছে।" লেবীয় পুস্তক ২০:১৩ (NIV)

মন্তব্য: মানুষ যৌনতা পছন্দ করে এবং তারা যে কারো সাথে এটি করতে চায় বলে মনে হয়। পুরুষরা অন্য পুরুষদের দেখতে পারে, মহিলারা অন্য মহিলাদের দেখতে পারে এবং তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে চায়। যেসব দেশে প্রাচীন হিব্রুদের প্রতিস্থাপনের জন্য পাঠানো হয়েছিল সেখানে বসবাসকারী জাতিগুলিতে এই ধরনের যৌনতা অনেক বেশি ঘটছিল।

মানুষ এবং পশুদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক।

“যদি কোনো মানুষ কোনো পশুর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করে, তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং সেই পশুটিকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে| যদি কোন মহিলা কোন পশুর সাথে যৌনসম্পর্ক করার জন্য তার কাছে যায়, তাহলে সেই মহিলা এবং পশু উভয়কেই হত্যা কর।" লেবীয় পুস্তক ২০:১৫ (NIV)

প্রাচীন হিব্রুদের দেওয়া এই দুটি আদেশ পরম হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। আইন যা না করতে বলে তাই কর, এবং বাধ্যতামূলক শাস্তি মৃত্যু। যৌন নিষেধাজ্ঞার একটি দীর্ঘ তালিকার পরে, ঈশ্বর প্রাচীন হিব্রুদের যৌন সম্পর্কের বিষয়ে যা বলেছেন তা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন।

যৌনতা সম্পর্কে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা।

“এই যেকোনও উপায়ে নিজেদেরকে কলুষিত করো না… এসব ঘৃণ্য কাজ অবশ্যই করবে না, কারণ এই সমস্ত কাজ তারা করেছিল যারা তোমাদের আগে দেশে বাস করত… আমার প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলুন এবং কোন ঘৃণ্য রীতিনীতি অনুসরণ করবেন না। যা তোমার আসার আগে অভ্যাস ছিল এবং সেগুলো দিয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করো না।" লেবীয়পুস্তক ১৮ :২৪-৩০ (NIV)

হিব্রুরা বাইবেলের ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত আইন মেনে চলতে সম্মত হয়েছিল। (দেখুন যাত্রাপুস্তক ১৯:৮) ঈশ্বরের সাথে এই বিশেষ সম্পর্কযুক্ত মানুষ হিসাবে, তাদের অন্য জাতির লোকদের মতো আচরণ বা জীবনযাপন না করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পর থেকে, প্রাচীন হিব্রুদের নৈতিকতা প্রায়শই পূর্ববর্তী, স্থানীয় (পৌত্তলিক) সংস্কৃতি প্রতিস্থাপন করেছে (অন্তত পৃষ্ঠে)। নৈতিকতা - প্রাচীন হিব্রুদের দেওয়া যৌন নিষেধাজ্ঞা সহ - প্রায়শই খ্রিস্টানদের দ্বারা আদেশ করা হয় কারণ এই ধরনের নৈতিকতা বাইবেল যা বলে ঈশ্বরকে খুশি করে বা অসন্তুষ্ট করে তার উপর কাজ করা বা তা থেকে বিরত থাকার ধারণার উপর ভিত্তি করে।

সারসংক্ষেপ

যদিও ঈশ্বর বিবাহের মধ্যে যৌনতার কোন বিধিনিষেধ প্রদান করেন না, বাইবেল আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যে বিবাহের বাইরে যৌনতা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে এবং এটি তাঁর কাছে ঘৃণ্য। যারা ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়, তাদের কাছে এই কাজগুলো ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের এই আইনগুলির জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচুর ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছে। সমকামিতা কেন ভুল তা গির্জাগুলো কারণ দেখিয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, এই ধরনের যৌন কার্যকলাপ থেকে শিশু তৈরি করা যায় না। বাইবেলের গল্পকারের জন্য, এই ধরণের সমস্ত যুক্তি বোকামি। যারা বাইবেলের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের সাথে শান্তিতে থাকতে চায় তাদের নিজেদের জীবনে ঈশ্বর যা চান তা করা উচিত। যারা বাইবেলের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তাদের উচিত যেভাবে ইচ্ছা জীবনযাপন করা। যেসব সংস্কৃতিতে খ্রিস্টানরা রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করত, সেখানে প্রাচীন হিব্রুদের দেওয়া আইন কখনও কখনও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হতো। আলোকিত উদার মূল্যবোধ সহ সংস্কৃতিতে, বাইবেলের নিয়মগুলি কখনও কখনও কোনও সহগামী আইনী বা রাজনৈতিক প্রয়োগ ছাড়াই নৈতিক শক্তি ছিল। অন্যান্য সমাজে এই যৌন নিষেধাজ্ঞাগুলি হয় বিদ্যমান ছিল না বা শাসক শ্রেণীর ইচ্ছার ভিত্তিতে সমাজে আংশিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল (বা প্রয়োগ করা হয়নি)। কিছু সমাজে দুটি ভিন্ন ধর্ম, যারা বিশ্বাস করে এবং যারা বিশ্বাস করে না, তারা পাশাপাশি থাকে, একে অপরের উপস্থিতি সহ্য করে।

প্রাচীন হিব্রুরা বাইবেলের আইনের ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে সম্মত হয়েছিল। তাদের আশেপাশের বিশ্বের জাতিগুলি এমন একটি চুক্তি করেনি এবং বর্ধিত পরিবারের সদস্য, একই লিঙ্গের অংশীদার এবং প্রাণীদের মধ্যে যৌনতা ঘটেছিল যখনই মানুষের পেট ভরা ছিল, যা বলা যেতে পারে যখনই অন্যান্য চাপের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত ছিল না। বাইবেলের পাঠ্য থেকে বিচ্ছিন্ন লোকেরা সচেতন নয় যে বাইবেলের পবিত্র ঈশ্বর একজন ব্যক্তি এবং তাই ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেলের গল্পকার প্লেলিস্টে বর্ণিত মতামত এবং গুণাবলী রয়েছে। মানুষ হিসাবে মানুষও ঈশ্বরের কোন মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং অনুসরণ করতে চায় তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। বাইবেল বার্ড ব্যক্তিগতভাবে এমন লোকদের সাথে দেখা করেছে যারা বাইবেলের ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিন্তু তাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য তারা যেভাবে পারে তার আচরণ করতে চেয়েছিল! তাদের জন্য, এই যৌন নিষেধাজ্ঞাগুলি রাস্তার চিহ্নের মতো যা তাদের বলে যে কোন পথে যেতে হবে ঈশ্বরকে সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট করতে। নাস্তিক এবং অন্যান্য যারা বাইবেলের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তাদের জন্য এটা লক্ষণীয় যে যারা বিশ্বাস করে তারা কি করে। যদি কোন ঈশ্বর না থাকে, তাহলে এই নিয়মগুলি শুধুমাত্র প্রাচীন হিব্রুদের একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা এবং সমুদ্র দেবতা পোসেইডন সম্পর্কে ম্যাগনা গ্রেসিয়ার মতামতের মতো উপেক্ষা করা যেতে পারে। অবিশ্বাসীদের কাছে আমার প্রশ্ন, যদি আপনার সরকার আপনাকে বাইবেলে প্রাচীন হিব্রুদের দেওয়া আইন মেনে চলতে বাধ্য না করে, তাহলে বিশ্বাসীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কী করে তা নিয়ে আপনি কেন চিন্তা করেন?

উপসংহার

বাইবেলের সমালোচকরা অনেক বিষয় সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কে অনেক মিথ্যা দাবি তোলে। প্রাচীন হিব্রুদের কাছে ঈশ্বরের আইনগুলি বিশেষভাবে আপত্তিকর বলে মনে হয় কারণ তিনি তাঁর লোকেদের এমনভাবে আচরণ করতে চান যা পরামর্শ দেয় যে যারা এই আইন অনুসারে জীবনযাপন করে না তারা তাঁর লোক নয়! হিব্রু শাস্ত্রে তাঁর লোকেদের ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে ঈশ্বরের সমস্ত আইন মানতে হয়েছিল। নতুন নিয়মে, তাঁর লোকেরা তাঁর সাথে তাদের সম্পর্কের ফলস্বরূপ আনুগত্য করে। ধর্মগ্রন্থের সাহিত্যে যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে তাদের দ্বারা ঈশ্বরের আনুগত্য করার জন্য এই দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্যই, যারা বাইবেলের ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে না, তাদের জন্য এই শিক্ষাগুলি বিভ্রান্তি; সাধারণ, মানবিক, যৌন আচরণের উপর নিষেধাজ্ঞা চলমান এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতে হাজার হাজার বছর ধরে গৃহীত।

যোগাযোগ

বাইবেলের গল্পকার এই ভাবে কাজ করে. সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করা, কোন বিভ্রান্তি বা চালাকি নেই। এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে বাইবেলের গল্পকারকে অনুসরণ করুন: Twitter, Instagram, and Facebook এ এবং আপনার যেকোন প্রশ্ন বা মন্তব্য আমাদের এই ই-মেইল পাঠান। BibleBardUS@gmail.com আপনার কাছ থেকে শুনতে পেলে আমারা খুশী হবো।

এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে বাইবেলের গল্পকারকে অনুসরণ করুন:

Twitter: @BibleBard; Facebook: https://www.facebook.com/BibleBard; Instagram: https://www.instagram.com/biblebard/; SoundCloud: https://soundcloud.com/biblebard; iTunes: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:398402436/sounds.rss.